হরিজন-পল্লীতে সন্ধ্যার পর যখন পুরুষেরা মদে বিভোর হইয়া থাকে, তখন ছিরু নিঃশব্দপদসঞ্চারে শিকার ধরিতে প্রবেশ করে। কতবার তাহারা উহাকে তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু ছিরু ছুটিয়া চলে অন্ধকারচারী হিংস্র চিতাবাঘের মত।

এই শ্রীহরি ঘোষ, ওরফে ছিরুপাল বা ছিরে মোড়ল!

শ্রীহরিকে ভাল করিয়া চিনিয়াও অনিরুদ্ধ স্ত্রীর কথা বিবেচনা করা দূরে থাক, তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া, বাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। পদ্ম বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে রাগ বা অভিমান করিল না, আবার ডাকিল—ওগো, শোন—শোন, ফেরো।·· তবু অনিরুদ্ধ ফিরিল না।

এবার একটু ক্ষীণ হাসিয়া পদ্ম ডাকিল—পেছন ডাকছি যেওনা, শোন!

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ লাঙ্গুলস্পৃষ্ট কেউটের মত সক্রোধে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একটু জল খেয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া পদ্মের গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ডাকবি আর পেছন থেকে?

পদ্মের মাথাটা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া উঠিল, অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড়—সে বড় নিদারুণ আঘাত। পদ্ম 'বাবা রে' বলিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ এবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও হইল। যেখানে-সেখানে চড় মারিলে নাকি মানুষ মরিয়া যায়; সে ত্রস্ত হইয়া ডাকিল—পদ্ম! পদ্ম! বউ!

পদ্মের শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। অনিরুদ্ধ বলিল—এই নে বাপু, এই নে—জামা খুললাম, থানায় যাব না। ওঠ্। কাঁদিস না, ও পদ্ম!...সে পদ্মের মুখ-ঢাকা হাতখানি ধরিয়া টানিল—ও পদ্ম!—

—পদ্ম এবার মুখ হইতে হাত ছাড়িয়া দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; মুখ ঢাকা দিয়া পদ্ম কাঁদে নাই, নিঃশব্দে হাসিতেছিল। অদ্ভুত শক্তি পদ্মের; আর অনিরুদ্ধের অনেক কিল চড় খাওয়া তাহার অভ্যাস আছে—এক চড়ে তাহার কি হইবে।

কিন্তু অনিরুদ্ধের পৌরুষে ঘোর হয় ঘা লাগিল—সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। পদ্ম খানিকটা গুড় আর প্রকাণ্ড একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি ও টুক্‌নি-ঘটির একঘটি জল আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—তুমি যে ছিরু

মোড়লকে ডুবে করে এজাহার করবে, গাঁয়ের লোক কে তোমার হয়ে সাক্ষী দেবে বল তো? কাল থেকে তো গাঁয়ের লোক সবাই তোমার ওপর বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাল সন্ধ্যার পর আবার মজলিস বসিয়াছিল, অনিরুদ্ধের ওই 'মজলিসকে মানি না' কথাটা সকলকে বড় আঘাত দিয়াছে। সন্ধ্যার মজলিসে অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে নালিশ জানানো স্থির হইয়া গিয়াছে।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে পড়িল, কিন্তু তবু তাহার মন মানিল না।

তিন

বেশ পরিপাটি করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ফিরাইয়া পদ্ম স্বামীর আহার-শেষের প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনিরুদ্ধের খাওয়া শেষ হইতেই হাতে জল তুলিয়া দিয়া হুঁকাটি তাহার হাতে দিয়া বলিল—খাও। অনিরুদ্ধ টানিয়া বেশ গল্-গল্ করিয়া যখন নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়াছে, তখন পদ্ম বলিল—আমার কথাটা ভেবে দেখ। রাগ এখন একটু পড়েছে তো?

—রাগ?—অনিরুদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিল—ঠোঁট দুইটা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।—এ রাগ আমার দুখের আগুন, জনমে নিববে না। আমার দু-বিঘে বাকুড়ির ধান—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। কারণ তাহার চোখের জলের ছোঁয়াচে পদ্মের ডাগর চোখ দুটিও অশ্রুজলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং অনিরুদ্ধের আগেই তাহার ফোঁটা কয়েক জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ চোখ মুছিয়া বলিল—কাঁদছিস কেন তুই? দু'বিঘে জমির ধান গিয়েছে, যাকগে। আমি তো আছিরে বাপু! আর দেখ না—কি করি আমি!

চোখ মুছিতে মুছিতে পদ্ম বলিল—কিন্তু থানা-পুলিশ কর না বাপু! তোমার দু-টি পায়ে পড়ি আমি। ওরা সাপ হয়ে দংশায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে। আমার বাপের ঘরে ডাকাতি হ'ল—বাবা চিনলে একজনকে কিন্তু পুলিশ তার গায়ে হাত দিলে না। অথচ মুঠো-মুঠো টাকা খরচ হয়ে গেল বাবার। মেয়েছেলে গুষ্টি সমেত নিয়ে টানাটানি; একবার দারোগা আসে, একবার নেসপেকটার আসে, একবার সায়েব আসে—আর দাও এজাহার। তার পরে, ক'জনকে কোথা হতে ধরলে, তাদিগে সনাক্ত করতে জেলখানা পর্যন্ত

মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি। তাছাড়া গালমন্দ আর ধমক ত আছেই।

—হুঁ।—চিন্তিতভাবে হুঁকার গোটা কয়েক টান দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কিন্তু এর একটা বিহিত করতে তো হবে। আজ না হয় দু-বিঘে জমির ধান গেল। কাল আবার পুকুরের মাছ ধরে নেবে—পরশু ঘরে—

বাধা পড়িল—অনি ভাই ঘরে রয়েছ নাকি?—অনিরুদ্ধর কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাহির হইতে গিরীশ ডাকিয়া সাড়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পরনে আধ-ঘোমটা টানিয়া, এঁটো বাসন কয়খানি তুলিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দু-বিঘে বাকুড়ির ধান একেবারে শেষ করে কেটে নিয়েছে, একটি শীষও পড়ে নাই।

গিরীশও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুনলাম।

—থানায় ডায়রি করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু বউ বারণ করছে। বলছে, ছিরু পাল চুরি করেছে—এ কথা বিশ্বাস করবে কেন! আর গাঁয়ের লোকও আমার হয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না।

—হ্যাঁ; কাল সন্ধ্যেতে আবার নাকি চণ্ডীমণ্ডপে জটলা হয়েছিল! আমরা নাকি অপমান করেছি গাঁয়ের লোকদের। জমিদারের কাছে নালিশ করবে শুনছি।

ঠোঁটের একদিক বাঁকাইয়া অনিরুদ্ধ এবার বলিয়া উঠিল—যা যা, জমিদার, জমিদার আমার কচু করবে।

কথাটা গিরীশের খুব মনঃপূত হইল না, সে বলিল—তাই বলারই বা আমাদের দরকার কি? জমিদারেরও তো বিচার আছে, তিনিই বিচার করুন না কেন!

অনিরুদ্ধ বারবার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—উঁহু, ছাই বিচার করবে জমিদার। নিজেই আজ তিন বছর ধান দেয় নাই। জমিদার ঠিক ওদের রায়ে রায় দেবে; তুমি জান না।

বিষণ্ণভাবে গিরীশ বলিল—আমিও পাই নাই চার বছর।

অনিরুদ্ধ বলিল—এই দেখ ভাই, যখন মুখ ফুটে বলেছি করব না তখন আমার মরা-বাবা এলেও আমাকে করাতে পারবে না; তাতে আমার ভাগ্যে যাই থাক! তুমি ভাই এখনও বুঝে দেখ।

গিরীশ বলিল—সে তুমি নিশ্চিন্দি থাক। তুমি না মিটোলে আমি মি-টো-ব-না!

অনিরুদ্ধ প্রীত হইয়া কল্কেটি তাহার হাতে দিল। গিরীশ হাতের ছাদের মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া কয়েক টান দিয়া বলিল—এদিকে গোলমালও তোমার চরম লেগে গিয়েছে। শুধু আমরা দু'জনা নই। জমিদার ক'জনার বিচার করবে, করুক না! নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ-আগলদার সবাই আমাদের ধুয়ো নিয়ে ধুয়ো ধরেছে—ওই অন্ন ধান নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ীর দোরে অর্জুনতলায় ধান কয়েক ইট পেতে বসেছে—বলে, পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ কল্কেটি ঝাড়িয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—তাই বৈকি! পয়সা ফেল, মোওয়া খাও; আমি কি তোমার পর?

গিরীশের কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটি বিজ্ঞতা-প্রচারের ভঙ্গি থাকে, ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; সে বলিল—এই কথা! আগেকার কাল তোমার এক আলাদা কাল ছিল। সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল—তখন ধান নিয়ে কাজ করে আমাদের পুষিয়েছে—আমরা করেছি; এখন যদি না পোষায়?

বাহিরে রাস্তায় ঠুন-ঠুন করিয়া বাইসিকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—অনিরুদ্ধ!

ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ।

অনিরুদ্ধ ও গিরীশ দুজনেই বাহির হইয়া আসিল। মোটাসোটা খাটো লোকটি, মাথায় বাবরী চুল—জগন্নাথ ঘোষ বাইসাইকেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তার কোথাও পড়িয়া-শুনিয়া পাস করে নাই, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের তিনপুরুষের বংশগত বিদ্যা; পিতামহ ছিলেন কবিরাজ, বাপ জ্যেঠা ছিলেন কবিরাজ এবং ডাক্তার—একাধারে দুই। জগন্নাথ কেবল ডাক্তার, তবে সঙ্গে দু-চারিটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থাও দেয়—তাহাতে চট্ করিয়া ফলও হয় ভাল। গ্রামের সকল লোকই তাহাকে দেখায়, কিন্তু পয়সা বড় কেহ দেয় না। ডাক্তার তাহাতে খুব গররাজী নয়, ডাকিলেই যায়, বাকীর-উপরে বাকীও দেয়। ভিন্ন গ্রামেও তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পসার আছে—সেখানকার রোজগারেই তাহার দিন চলে। কোনদিন শাক-ভাত, আর কোনদিন যাহাকে বলে এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন, যেদিন যেমন রোজগার। এককালে ঘোষেরা সম্পত্তিশালী প্রতিষ্ঠাবান্ লোক ছিল। ধনীর গ্রাম কঙ্কণায় পর্যন্ত যথেষ্ট সম্মান-মর্যাদা পাইত, কিন্তু ওই কঙ্কণার লক্ষপতি মুখুজ্জেদের একহাজার টাকা ঋণ ক্রমে চারি হাজারে পরিণত হইয়া ঘোষেদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

এই সম্পত্তি এবং সেকালের সম্মানিত প্রবীণগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই সম্মান-মর্যাদাও চলিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ অকাতরে চিকিৎসা এবং ঔষধ সাহায্য করিয়াও সে সম্মান আর ফিরিয়া পায় নাই। তাহার জন্য তাহার ক্ষোভের অন্ত নাই। সেই ক্ষোভে সে কাহাকেও রেয়াত করে না, রূঢ়তম ভাষায় সে উচ্চকণ্ঠে বলে—'চোরের দল সব, জানোয়ার।' গোপনে নয়, সাক্ষাতেই বলে। ধনী দরিদ্র যেই হোক প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম অন্যায়েরও অতি কঠিন প্রতিবাদ সে করিয়া থাকে। তবে স্বাভাবিক ভাবে ধনীদের ওপর ক্রোধ তাহার বেশী।

অনিরুদ্ধ ও গিরীশ বাহির হইয়া আসিতেই ডাক্তার বিনা ভূমিকায় বলিল —থানায় ডায়রি করলি ?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে তাই—

—তাই আবার কিসের রে বাপু ? যা, ডায়রি করে আয়!

—আজ্ঞে বারণ করছে সব, বলছে—ছিরু পাল চুরি করেছে কে একথা বিশ্বাস করবে ?

—কেন ? ও বেটার টাকা আছে বলে ?

—তাই তো সাত-পাঁচ ভাবছি ডাক্তারবাবু।

বিদ্রূপতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া জগন্নাথ বলিল—তা হলে এ সংসারে যাদের টাকা আছে তারাই সাধু—আর গরীব মাত্রেই অসাধু, কেমন ? কে বলেছে এ কথা ?

অনিরুদ্ধ এবার চুপ করিয়া রহিল। বাড়ির ভিতরে বাসনের টুংটাং শব্দ উঠিতেছে। পদ্ম ফিরিয়াছে, সব শুনিতেছে, তাহারই ইশারা দিতেছে। উত্তর দিল গিরীশ, বলিল—আজ্ঞে, ডায়রি করেই বা কি হবে ডাক্তারবাবু, ও এখুনি টাকা দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করবে। তা ছাড়া থানার জমাদারের সঙ্গে ছিরুর বেশ ভাবের কথা তো জানেন! এক সঙ্গে মদ-ভাং খায়—তারপর—

ডাক্তার বলিল—জানি জানি। কিন্তু দারোগা টাকা খেলে—তারও উপায় আছে। বাবারও বাবা আছে। দারোগা টাকা খায়—পুলিশ-সাহেব আছে, ম্যাজিস্ট্রেট আছে। তার উপরে কমিশনার আছে। তার ওপরে ছোটলাট, ছোটলাটের ওপর বড়লাট আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তা তো বুঝলাম ডাক্তারবাবু, কিন্তু মেয়েছেলেকে এগ্জাহার কেজাহার দিতে হবে, সেই হাঙ্গামার কথা আমি ভাবছি।